তাঁহাদের মতে উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে—

(ক) প্রকৃত্যা, প্রায়েণ, গোত্রেণ, সুখেন ও দুঃখেন — **হেতৌ ৩য়া**; এবং (খ) বিষমেন ও দ্বিদ্রোণেন — **করণে ৩য়া**। 'ভাষ্যকার' এইজন্যই এই সব ক্ষেত্রে 'হেতৌ' অথবা 'করণে' তৃতীয়া প্রতিপাদন করিয়া আলোচ্য 'বার্তিক' সূত্রটিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

□ ৫৬২। দিবঃ কর্ম চ ১।৪।৪৩।।

● দী। দিবঃ সাধকতমং কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাৎ। চাৎ করণসংজ্ঞম্। অক্ষৈরক্ষা বা দীব্যতি।

● অনুবাদ। 'দিব্' ধাতুর সাধকতম কারক অর্থাৎ 'করণ' কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। সূত্রে 'চ' থাকার জন্য 'করণ'-ও হইবে। যথা, অক্ষৈঃ ইত্যাদি। 'পাশা' লইয়া খেলিতেছে।

● আলোচনা। 'দিব্' ধাতুর 'করণ' বিকল্পে 'কর্ম' হয়। যথা, 'অক্ষ' বস্তুত কর হইলেও এই সূত্রবলে কর্মও হইয়াছে। 'অক্ষান্' এই দ্বিতীয়াকে সেইজন্য **করণে২য়া** ব হয়।

□ ৫৬৩। অপবর্গে তৃতীয়া ২।৩।৬।।

● দী। অপবর্গঃ ফলপ্রাপ্তিঃ। তস্যাং দ্যোত্যায়াং কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে তৃতীয় স্যাৎ। অহ্না ক্রোশেন বা অনুবাকোঽধীতঃ। অপবর্গে কিম্? মাসমধীতো নায়াতঃ।

● অনুবাদ। 'অপবর্গ'শব্দের অর্থ ফলপ্রাপ্তি। 'ফলপ্রাপ্তি' বুঝাইলে 'ব্যাপ্ত্যর্থে' 'কা বাচক ও 'পথের পরিমাণ' বাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, অহ্না ইত্যাদি 'অপবর্গে' কেন? 'অপবর্গ' না বুঝাইলে 'ব্যাপ্ত্যর্থে ২য়া' হয়। যথা, মাসমধীতো, নায়াত (এক মাস ধরিয়া পঠিত হইয়াছে, কিন্তু ফলপ্রাপ্তি হয় নাই)।

● আলোচনা। আলোচ্য সূত্রে উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী 'কালাধ্বনোরত্য সংযোগে' (২।৩।৫) এই সূত্রের অনুবৃত্তি হয়। অনুবৃত্তির দ্বারাই সূত্রটি পূর্ণাংগ হ

'অত্যন্তসংযোগে' অর্থাৎ ব্যাপ্ত্যর্থে, 'অপবর্গে' অর্থাৎ সমাপ্তি বা ফলপ্রাপ্তি বুঝাইলে, 'কালাধ্বনোঃ' অর্থাৎ কালবাচক ও অধ্ববাচক শব্দের উত্তর 'তৃতীয়া' বিভক্তি হয়। ইহাই সূত্রার্থ। শুধু ব্যাপ্ত্যর্থে ২য়া হয়, কিন্তু 'ফলপ্রাপ্তি' বুঝাইলে ব্যাপ্ত্যর্থে ৩য়া হইয়া থাকে, ইহাই 'অত্যন্তসংযোগে ২য়া' ও 'অপবর্গে ৩য়া'-র মধ্যে পার্থক্য।

উদাহরণ ঃ— (১) **কালবাচক ঃ— অহ্না** অনুবাকঃ অধীতঃ। অর্থাৎ একদিনের মধ্যেই 'অনুবাক' অর্থাৎ বৈদিক সূক্তসমষ্টি পঠিত হইয়াছে এবং **সমাপ্তও** হইয়াছে। [কতকগুলি মন্ত্র লইয়া **'সূক্ত'**, কতকগুলি সূক্ত লইয়া **'অর্থবাক'** হয়।]

(২) **অধ্ববাচক ঃ— ক্রোশেন** অনুবাকঃ অধীতঃ। চলিতে চলিতে একক্রোশের মধ্যেই সূক্তগুলি পঠিত হইয়া **সমাপ্ত** হইয়াছে। 'অপবর্গ' না বুঝাইলে ব্যাপ্ত্যর্থে ২য়া হয়। যথা, মাসমধীতঃ গ্রন্থঃ। গ্রন্থটি একমাস ধরিয়া পঠিত হইয়াছে, কিন্তু 'নায়াতঃ' (ন সমাপ্তঃ) অর্থাৎ সমাপ্ত হয় নাই। **'মাসেনাধীতঃ'** বলিলে শুধু 'পাঠ' নয় 'সমাপ্তি'-ও বুঝাইত।

৫৬৪। সহযুক্তেঽপ্রধানে ২।৩।১৯।।

• দী। সহার্থেন যুক্তে অপ্রধানে তৃতীয়া স্যাৎ। পুত্রেণ সহ আগতঃ পিতা। এবং সাকং সার্ধং সমং যোগেঽপি। বিনাপি তদ্যোগং তৃতীয়া—'বৃদ্ধো যূনা—' (৯৩১—১।২।৬৫) ইত্যাদি নির্দেশাৎ।

• **অনুবাদ।** 'সহার্থক' শব্দের যোগে 'অপ্রধানে' তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, **পুত্রেণ** সহ ইত্যাদি। 'এবং' অর্থাৎ এইরূপ 'সাকং', 'সার্ধং' ও 'সমং' শব্দের যোগেও ৩য়া হয়। 'বৃদ্ধো যূনা'— এই সূত্রে পাণিনির নির্দেশ হেতু 'সহ' বা সহার্থক শব্দের সহিত যোগ না থাকিলেও ৩য়া হয়।

• **আলোচনা।** 'সহ' শব্দের যোগে 'অপ্রধানে' ৩য়া বিভক্তি হয়, ইহাই সূত্রটির আক্ষরিক অনুবাদ। কিন্তু শুধু 'সহ' নয়, সহার্থক যে কোন শব্দের যোগেই (যথা, সার্ধং, সমং, সাকম্ ইত্যাদি) তৃতীয়া দৃষ্ট হয়। অতএব দীক্ষিত 'লক্ষণা'বৃত্তি দ্বারা অর্থসম্প্রসারণ করিয়া 'সহ'-র 'সহার্থক' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু সূত্রে অপ্রধান শব্দটি লইয়াই সমস্যা।

বিদ্যা, বয়স, পারিবারিক সম্বন্ধ, ঐশ্বর্য, 'আভিজাত্য' সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি
জ্যায়ান্ অথবা শ্রেয়ান্, তিনিই 'প্রধান', প্রধানত্ব বলিতে সাধারণত ইহাই বুঝা
সূত্রানুসারে প্রধানে নয়, অপ্রধানেই ৩য়া হয়। যথা, পুত্রেণ সহ পিতা আগতঃ।
সম্বন্ধে 'পিতা' অপেক্ষা পুত্র ছোট, অতএব সে অপ্রধান, এবং সেইজন্যই 'পুত্রেণ'
৩য়া হইয়াছে। কিন্তু পিত্রা সহ পুত্র আগতঃ' এইরূপ প্রয়োগও ত দৃষ্ট হয় এব
শব্দশাস্ত্রসম্মত। অতএব অপ্রধানত্ব এই সূত্রে অর্থগত নয়, বাক্যগত। শেষোক্ত উ
'পিতা' অর্থগতভাবে প্রধান হইলেও বাক্যগতভাবে অপ্রধান। অর্থাৎ বাক্যে 'পি
নয়, 'পুত্র'কেই কর্তৃপদরূপে প্রকাশ করিয়া 'প্রাধান্য' দেওয়া হইয়াছে।
ইচ্ছানুসারেই বাক্যে প্রাধান্য প্রকাশিত হয়। বক্তা সহার্থক শব্দের যোগে যেখানে
প্রয়োগ করিবেন, সেখানেই 'অপ্রাধান্য' বুঝিতে হইবে।

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় আরেকটি সমস্যা আছে। সূত্রানুসারে **সহার্থক শব্দের** প্র
তদ্‌যোগে ৩য়া হয় কিন্তু সহার্থক শব্দের **অ-প্রয়োগেও** সহার্থে ৩য়া দৃষ্ট হয়। **যথা**,
পুত্রেণ আগতঃ। এখানে সহার্থক শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও 'পুত্রেণ' ৩য়া হই
কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? ইহারই উত্তরে দীক্ষিত বলেন— 'বিনাপি তদ্‌যোগ
ইত্যাদি। 'যোগ' শব্দের অর্থ এখানে **'প্রত্যক্ষ' সংযোগ**। অর্থাৎ সহার্থক শব্দের স
প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকিলেও ৩য়া হইবে। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যে কোন সং
হউক না, 'সহার্থ' প্রকাশ পাইলেই তৃতীয়া হইবে। ইহাই সূত্রটির সারার্থ। কিন্তু সূ
মধ্যে ত' এইরূপ বিধান অথবা এইরূপ ব্যাখ্যার অনুকূল কোন দ্যোতনা নাই। তাহ
সত্য, কিন্তু পাণিনি স্বয়ং অন্যত্র সহার্থক শব্দের উল্লেখ না করিয়া সহার্থে ৩য়া প্র
করিয়াছেন। 'বৃদ্ধো যূনা **তল্লক্ষণশ্চেদেব বিশেষঃ**' এই 'একশেষ'-বিধায়ক সূত্রে
সহার্থে ৩য়া হইয়াছে, অথচ সহার্থক শব্দের কোন উল্লেখ নাই। অতএব এই সূত্রটি
বিষয়ে পাণিনির অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছে, এবং **এই 'জ্ঞাপক' সূত্রের বলেই** দী
উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্রে শব্দ সংক্ষেপের জন্যই অনেক সময় অনেক বি
পাণিনির স্পষ্ট বিধান দৃষ্ট হয় না, তদুপরি সূত্রকার সূত্রের উদাহরণ না দেওয়ায়, সূ
ব্যাখ্যায় পাণিনির অভিপ্রায় নির্ধারণ করা আরও শক্ত হইয়া পড়ে। সেইজন্য 'বৃদ্ধি

ও 'ভাষ্য'কারগণ অন্য সূত্র হইতে বিশেষ অনুসন্ধান ও অনুধাবন করিয়া সূত্রকারের অভিপ্রায় উদ্‌ঘাটন করেন। যে-সব সূত্র হইতে এই অভিপ্রায় অভিব্যক্ত হয়, তাহাদিগকে 'জ্ঞাপক' সূত্র বলা হয়। অতএব অতি সংক্ষিপ্ত এই সূত্রটি সম্বন্ধে তিনটি বিষয় সতত স্মরণীয় ঃ—

(১) 'সহ'-র অর্থ 'সহার্থক' শব্দ।

(২) 'অপ্রাধান্য' অর্থগত নয়, বাক্যগত।

(৩) 'যোগ' বলিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়বিধ যোগই বুঝায়। অর্থাৎ সহার্থক শব্দ 'উল্লিখিত' অথবা 'উহ্য' যাহাই হউক, তদ্‌যোগে ৩য়া হইবে।

❑ ৫৬৫। যেনাংগবিকারঃ ২।৩।২০।।

• **দী**। যেনাংগেন বিকৃতেন অংগিনো বিকারো লক্ষ্যতে ততস্তৃতীয়া স্যাৎ। অক্ষ্না কাণঃ। অক্ষিসম্বন্ধিকাণত্ববিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। অংগবিকারঃ কিম্? অক্ষি কাণমস্য।

• **অনুবাদ**। যে অংগ বিকৃত হইলে অংগীর বিকৃতি লক্ষিত হয়, সেই অংগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, (বালকঃ) **অক্ষ্না** কাণঃ। (বালকটি) অক্ষিবিষয়ে অন্ধত্ববিশিষ্ট, ইহাই বাক্যার্থ। অংগীর বিকার বলা হইল কেন? অংগীর বিকৃতি প্রকাশ না পাইলে বিকৃতাংগে ৩য়া হয় না। যথা, **অক্ষি** কাণমস্য (ইহার চক্ষু অন্ধ)।

• **আলোচনা**। সূত্রে 'অংগ' শব্দের অর্থ 'অংগী' (অংগ + অর্শ-আদিভ্যোঽচ)। 'অংগবিকার' শব্দের সান্নিধ্যে থাকায় 'যেন' শব্দের অর্থ হইবে 'যেন বিকৃতাংগেন' অর্থাৎ **বিকৃতাংগই** 'যেন' শব্দের লক্ষ্য। সূত্রার্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে। বাক্যে অংগীর বিকার প্রকাশ পাইলেই বিকৃতাংগে ৩য়া হইবে, নচেৎ নহে। যথা, বালকঃ অক্ষ্না কাণঃ (বালকটি একটি চক্ষুতে অন্ধ)। 'বালক' এখানে 'অক্ষি রূপ অংগবিশিষ্ট, অতএব **অংগী**, 'অক্ষি' তাহার **অংগ**। 'অক্ষি' যেহেতু অন্ধ, অতএব উহা বিকৃত। বাক্যে 'কাণ' শব্দটি 'বালকের' বিশেষণ হওয়ায় অংগীর বিকলাংগতা অর্থাৎ বালকটি যে অক্ষিবিষয়ে কাণত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ অন্ধ তাহা স্পষ্টত প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং তজ্জন্যই বিকৃতাংগ

'অক্ষিতে' ৩য়া হইয়াছে। অংগীর বিকলাংগতা প্রকাশ না পাইলে ৩য়া হয় না। যথা, অন্ধ কাণমস্য (ইহার চক্ষু অন্ধ) এই বাক্যে 'কাণম্' অক্ষির বিশেষণ, পুরুষের নহে। অতএব এখানে পুরুষের অর্থাৎ অংগীর অন্ধত্ব ভাষায় প্রকাশ না পাওয়ায় 'অক্ষিতে' ৩য়া হয় নাই।

'প্রকৃতেরন্যথাভাবো বিকারঃ।' যাহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অর্থাৎ অস্বাভাবিক তাহাই 'বিকৃত'। অস্বাভাবিকতাই বিকার। বিকার দ্বিবিধ, 'আধিক্য' ও 'হানি' (ন্যূনতা)। স্বভাবে যাহা হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা ন্যূনতাও যেমন বিকৃতি, আধিক্যও তদ্রূপ। 'হানির' উদাহরণ, যথা— অক্ষ্ণা কাণঃ, পাদেন খঞ্জঃ, পৃষ্ঠেন কুব্জঃ, শিরসা খলতিঃ, পাণিনা কুণিঃ ইত্যাদি। আধিক্যের উদাহরণ ঃ— মুখেন ত্রিলোচনঃ, বপুষা চতুর্ভুজঃ ইত্যাদি। স্বভাবত ও সাধারণত দুইটি চক্ষু ও দুইটি বাহুই দৃষ্ট হয়। ত্রিলোচনত্ব ও চতুর্ভুজত্ব অস্বাভাবিক, অতএব তাহা অংগ-বিকার। এইজন্যই বিকৃত 'মুখ' ও 'বপু'তে ৩য়া হইয়াছে।

❑ ৫৬৬। ইত্থম্ভূতলক্ষণে ২।৩।২১।।

• দী। কঞ্চিৎ প্রকারং প্রাপ্তস্য লক্ষণে তৃতীয়া স্যাৎ। জটাভিস্তাপসঃ। জটা-জ্ঞাপ্য-তাপসত্ববিশিষ্ট ইত্যর্থঃ।

• অনুবাদ। কোন একটি বিশেষ অবস্থাপ্রাপ্ত পদার্থের 'লক্ষণ' অর্থাৎ পরিচায়ক চিহ্নে তৃতীয়া হয়। যথা, জটাভিস্তাপসঃ। ব্যক্তিটি জটাদ্বারা জ্ঞাপিততাপসত্ববিশিষ্ট, ইহাই বাক্যার্থ।

• আলোচনা। 'ইত্থম্ভূত' শব্দের অর্থ অবস্থান্তরপ্রাপ্ত। 'লক্ষণ' শব্দের অর্থ পরিচায়ক চিহ্ন। উদাহরণ বাক্যে 'তাপসত্ব' একটি বিশেষ অবস্থা এবং তাহার পরিচায়ক চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য হইল 'জটা'। অতএব তাপসত্বের লক্ষণ 'জটায়' ৩য়া হইয়াছে। ইহাকে 'উপলক্ষণে' অথবা 'বিশেষণে ৩য়া'-ও বলা হয়। 'জটাভিঃ' শব্দে 'জটাবিশিষ্ট' এইরূপ বিশেষণের অর্থ প্রকাশ পায় বলিয়া 'বিশেষণে ৩য়া' বলা হইয়া থাকে। 'লক্ষণ' ও 'উপলক্ষণ' শব্দের একই অর্থ (অর্থাৎ পরিচায়ক), অতএব 'উপলক্ষণে ৩য়া'।

• অতিরিক্ত উদাহরণ ঃ—

স ছাত্রেণ উপাধ্যায়মদ্রাক্ষীৎ। শিখয়া পরিব্রাজকম্, কাকৈঃ গৃহম্ অদ্রাক্ষম্, যজ্ঞসূত্রেণ দ্বিজম্ অদ্রাক্ষম্। সেচনঘটৈঃ বালপাদপেভ্যো জলং দাতুমাগচ্ছন্তি। ছাত্র, শিখা, কাক, যজ্ঞসূত্র ও সেচনঘট যথাক্রমে উপাধ্যায়, পরিব্রাজক, গৃহ, দ্বিজ ও জলদাতার পরিচায়ক লক্ষণ অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছে।

❑ ৫৬৭। সংজ্ঞোঽন্যতরস্যাং কর্মণি।২।৩।২২।।

• দী। সম্পূর্ণস্য জ্ঞানাতেঃ কর্মণি তৃতীয়া বা স্যাৎ। পিত্রা পিতরং বা সংজানীতে (পিতাকে সম্যক্‌রূপে জানে)।

• অনুবাদ। 'সম্'পূর্বক 'জ্ঞা' ধাতুর (উভয়পদী) কর্মে বিকল্পে তৃতীয়া হইবে। যথা, 'পিত্রা' ইত্যাদি।

• আলোচনা। 'সম্-জ্ঞা' সকর্মক ধাতু, অতএব ইহার কর্মে ২য়া স্বাভাবিক। আলোচ্য সূত্রের বলে 'কর্মে' ৩য়াও হয়। বস্তুত এই ৩য়া 'কর্মণি ৩য়া'। ধাতুটি উভয়পদী, উভয় পদেই কর্মণি ৩য়া হইবে। 'স্মরণ' অর্থেও এই ধাতুটি প্রযুক্ত হয়। যে অর্থই হউক না, কর্মে বিকল্পে ৩য়া হইবে। মতান্তরে স্মরণার্থক হইলে ধাতুটির কর্মে ২য়া ও ৬ষ্ঠী হইবে, ৩য়া নহে।

❑ ৫৬৮। হেতৌ। ২।৩।২৩।।

• দী। হেত্বর্থে তৃতীয়া স্যাৎ। দ্রব্যাদিসাধারণং নির্ব্যাপারসাধারণঞ্চ হেতুত্বম্। করণত্বং তু ক্রিয়ামাত্রবিষয়ং ব্যাপারনিয়তঞ্চ। দণ্ডেন ঘটঃ। পুণ্যেন দৃষ্টো হরিঃ।

• পদটীকা। হেত্বর্থেঃ— হেতুঃ অর্থঃ যস্য তস্মিন্। অর্থাৎ হেতুবাচক শব্দে। দ্রব্যাদিসাধারণম্ ঃ— 'আদি' শব্দে এখানে 'গুণ' ও 'ক্রিয়া' বুঝায়। সাধারণ — সমান। দ্রব্যাদিষু সাধারণং দ্রব্যাদিসাধারণম্। অর্থাৎ, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া, এই তিন ক্ষেত্রেই (হেতুত্ব) সমান, এই তিনের যে-কোনটি 'হেতু'-র ফল হইতে পারে। নির্ব্যাপারসাধারণম্ ঃ— 'ব্যাপার' শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ ক্রিয়া বা সচেষ্টতা (motion)।

নির্ব্যাপার — নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট (without physical motion)। নির্ব্যাপারে সাধারণম্ অর্থাৎ সমানম্ নির্ব্যাপারসাধারণম্। যথা সব্যাপারে তথা নির্ব্যাপারেঽপি সমানম্ 'হেতুত্বম্' ইতি তাৎপর্যম্ অর্থাৎ, ' হেতু' 'সক্রিয়' অথবা 'নিষ্ক্রিয়' দুই-ই হইতে পারে। ব্যাপারনিয়তম্ ঃ — ব্যাপারে নিয়তং নিশ্চিতম্ 'ব্যাপার-নিয়তম্'। ইহা 'করণত্বে' বিশেষণ। 'করণত্বে' অর্থাৎ করণকারকে 'ব্যাপার' অর্থাৎ ক্রিয়া সুনিশ্চিত, ইহাই তাৎপর্য।

• **অনুবাদ**। হেতুবাচক শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। দ্রব্যাদি অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া এই তিন ক্ষেত্রেই হেতুত্ব সমান এবং যেমন ক্রিয়া তদ্রূপ অ-ক্রিয়াতেও হেতু সদৃশ। 'ক্রিয়াই' একমাত্র বিষয় বা ফল করণত্বের এবং করণত্বে ব্যাপার বা সক্রিয়তা (চেষ্টা) সুনিশ্চিত।

• আলোচনা। 'হেত্বর্থে' তৃতীয়ার আলোচনা-প্রসংগে দীক্ষিত 'হেতু' ও 'করণে'র মধ্যে পার্থক্য বিচার করিয়াছেন। 'হেতু'-ও 'করণ', দুই-ই **কারণ** (Cause) কারণমাত্রেরই কার্য (effect) আছে অর্থাৎ যাহা কার্যোৎপত্তির সহায়ক বা ফলোৎপাদক তাহাই **কারণ**। ' হেতু' ও 'করণ' যেহেতু 'কারণ', অতএব ইহারা উভয়েই ফলোৎপাদক পদার্থ, ফলোৎপাদনযোগ্যতা ইহাদের সাধারণ ধর্ম। উভয়ত্রই ৩য়া বিভক্তি হয়। তবে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ইহারই উত্তরে দীক্ষিত বলেন— 'দ্রব্যাদিসাধারণম্'— ইত্যাদি।

'কারণ' ও 'কার্যের' বৈশিষ্ট্য দেখিয়াই ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করিতে হয়। 'হেতু'রূপ কারণের কার্য বা ফল তিনই হইতে পারে, যথা— দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া। কিন্তু 'করণ'রূপ কারণের 'ক্রিয়াই' হইবে একমাত্র ফল। অধিকন্তু হেতুত্বে 'কারণ'টি 'সক্রিয়' অথবা 'নিষ্ক্রিয়' দুই-ই হইতে পারে, কিন্তু করণত্বে 'কারণ' সততই 'সক্রিয়' হইবে। উদাহরণ, যথা—

হেতু ঃ—

(১) **দণ্ডেন** ঘটঃ। (২) **বিদ্যয়া** যশঃ। (৩) **পুণ্যেন** দৃষ্টো হরিঃ।

উক্ত উদাহরণগুলিতে দণ্ড, বিদ্যা ও পুণ্য 'কারণ' এবং ঘট (দ্রব্য), যশ (গুণ) ও

হরিদর্শন (ক্রিয়া) যথাক্রমে উহাদের 'কার্য'। ঘটোৎপাদনে 'দণ্ডের' ক্রিয়া (motion) প্রত্যক্ষ হয়, অতএব **'দণ্ড' সব্যাপার**; কিন্তু যশোলাভে 'বিদ্যার' এবং হরিদর্শনে 'পুণ্যের' যেহেতু সচেষ্টতা প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব **'বিদ্যা' ও 'পুণ্য' নির্ব্যাপার**। তাহা হইলে কার্য ও কারণের বৈশিষ্ট্যবিশ্লেষণে দেখা যায় যে, **প্রথম** উদাহরণে **'কারণ'** সব্যাপার, **কার্য** 'দ্রব্য', দ্বিতীয়ে **'কারণ'** নির্ব্যাপার, **কার্য** 'গুণ' এবং তৃতীয়ে **'কারণ'** নির্ব্যাপার ও **কার্য 'ক্রিয়া'**। কিন্তু **'করণত্বে'** যেহেতু 'কারণ' হয় সব্যাপার এবং কার্য 'ক্রিয়া', অতএব দণ্ড, বিদ্যা ও পুণ্য **'করণ' নয়, 'হেতু'**, এবং এই তিনটি ক্ষেত্রে যে তৃতীয়া তাহা **'হেতৌ' ৩য়া, 'করণে' নহে। এক্ষেত্রে ইহাও স্মরণীয় যে, করণের ক্ষেত্রে যুগপৎ** 'কারণ' হইবে সব্যাপার এবং 'কার্য' হইবে ক্রিয়া। কারণ ও কার্যের বৈশিষ্ট্য **যুগপৎ প্রকাশিত না হইলে 'করণ' হয় না, 'হেতু' হয়।**

করণ ঃ— (১) **দণ্ডেন** ঘটং করোতি। (২) **হস্তেন** গৃহ্নাতি ফলম্। উক্ত উদাহরণ-দ্বয়ে দণ্ড ও হস্ত 'কারণ' এবং নির্মাণ (ক্রিয়া) ও গ্রহণ (ক্রিয়া) 'কার্য'। দণ্ড ও হস্ত উভয়ই 'সব্যাপার', কারণ ঘটনির্মাণে দণ্ডের ও ফলগ্রহণে হস্তের সঞ্চলন (motion) প্রত্যক্ষ হয়। অতএব উভয়ত্রই **যুগপৎ** কারণ 'সব্যাপার' এবং কার্য 'ক্রিয়া' যখন সুনিশ্চিত তখন **'দণ্ড' ও 'হস্ত' 'হেতু' নয়, 'করণ'** এবং উভয়ত্র যে ৩য়া, তাহা **করণে ৩য়া**। ইহাই হইল দীক্ষিতের মতে হেতু ও করণের পার্থক্য। পাণিনীয় ব্যাকরণের টীকাকার (**টীকা**—ভাষাবৃত্তি) **পুরুষোত্তম দেবের মতে** হেতু ও করণের মধ্যে আরও একটি পার্থক্য আছে। তিনি বলেন— **'হেত্বধীনঃ কর্তা কর্ত্রধীনং করণম্'**। কর্তা 'হেতুর' অধীন এবং 'করণ' কর্তার অধীন। অর্থাৎ, 'হেতু' কর্তাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে, কর্তা 'করণ'কে। যথা, বালকঃ **হর্ষেণ** নৃত্যতি। এখানে **'হর্ষ'ই** বালককে অর্থাৎ কর্তাকে নৃত্যকর্মে প্রবৃত্ত করিতেছে অতএব হর্ষ 'হেতু'। কিন্তু **'চক্ষুষা** চন্দ্রং পশ্যতি বালকঃ' এই উদাহরণে **'বালক' অর্থাৎ** কর্তাই 'চক্ষু'কে দর্শনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করিতেছে, অতএব চক্ষু 'হেতু' নয়, 'করণ'।

• **দী**। ফলমপীহ হেতুঃ। **অধ্যয়নেন** বসতি।

• **অনুবাদ**। 'ফল' বা কার্যও এখানে 'হেতু'। **যথা**, অধ্যয়নেন বসতি (অধ্যয়নের জন্য বাস করিতেছে)।

● **আলোচনা**। 'হেতু' কারণ (cause), কার্য (effect) নয়। 'কারণ' পূর্ববর্তী এবং 'কার্য' পরবর্তী ব্যাপার। যদি তাহাই হয়, তবে 'অধ্যয়নেন বসতি' এই উদাহরণে 'অধ্যয়ন' কিরূপে হেতু হইতে পারে, কারণ, 'অধ্যয়ন' কারণ নয়, কার্য। বাস করিবার পর অধ্যয়ন হয় অতএব 'বাস'ই পূর্ববর্তী ব্যাপার, 'অধ্যয়ন' নহে। 'অধ্যয়ন' পরবর্তী ব্যাপার হইলে হেতু হইতে পারে না। এই জন্যই দীক্ষিত বলিয়াছেন 'হেতু' **কারণ অথবা কার্য দুই-ই** হইতে পারে। আলোচ্য উদাহরণে ' হেতু' কার্য, কারণ নহে। অতএব এই উদাহরণে 'হেতৌ তৃয়া' সিদ্ধ।

'হেতু' ও 'করণে'-র মধ্যে ইহাও অন্যতম পার্থক্য। 'করণ' যেহেতু 'সাধকতম' কারক, অতএব **তাহা সর্বদাই পূর্ববর্তী ব্যাপার অর্থাৎ 'কারণ'**, কার্য নহে। কিন্তু 'কারণ'বৎ **কার্যও 'হেতু' হইতে পারে**। 'অধ্যয়ন' যেহেতু কার্য, অতএব তাহা 'সব্যাপার' হইলেও কোনক্রমেই 'করণ' হইতে পারে না। ফলত **'হেতু' যেখানে 'কারণ'**, সেখানেই 'হেতু ও করণের ভেদ নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। **'হেতু' যেখানে 'কার্য'** সেখানে করণত্বের কোন সংশয়ই উঠে না, যেহেতু 'করণ' সততই 'কারণ', কার্য নহে।

দী। **গম্যমানাপি ক্রিয়া কারকবিভক্তৌ প্রযোজিকা**। অলং শ্রমেণ। শ্রমেণ সাধ্যং নাস্তি ইত্যর্থঃ। ইহ সাধনক্রিয়াং প্রতি শ্রমঃ করণম্। শতেন শতেন বৎসান্ পায়য়তি পয়ঃ। শতেন পরিচ্ছিদ্য ইত্যর্থঃ।

● **পদটীকা**। **গম্যমান**— উহ্য বা সাক্ষাৎভাবে অনুক্ত। প্রযোজিকা— সাধিকা অর্থাৎ সাধন করে। **পয়ঃ**—দুগ্ধ অথবা জল। পরিচ্ছিদ্য— বিভজ্য অর্থাৎ ভাগ করিয়া।

● অনুবাদ— ক্রিয়া বাক্যে সাক্ষাৎভাবে উক্ত না হইলেও কারক-বিভক্তি সাধন করে অর্থাৎ কারক-বিভক্তির কারণ হয়। **যথা**, অলং **শ্রমেণ**। শ্রম দ্বারা সাধ্য নহে অর্থাৎ শ্রম ব্যর্থ, ইহাই বাক্যার্থ। এই উদাহরণে 'শ্রম' (উহ্য) 'সাধন' ক্রিয়ার 'করণ'। **দ্বিতীয় উদাহরণ** হইল 'শতেন শতেন' ইত্যাদি। একশ'টি করিয়া ভাগ করিয়া অর্থাৎ এক শতের একটি দল করিয়া বৎসগুলিকে দুগ্ধ বা জল পান করাইতেছে।

● **আলোচনা**। কারকমাত্রই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত। ক্রিয়াই কারকবিভক্তির কারণ। ক্রিয়ার সহিত অন্বয় না হইলে কারক হয় না। যদি তাহাই হয়, তবে 'অলং শ্রমেণ' এই

বাক্যে ক্রিয়া না থাকায়, 'শ্রমেণ' কিরূপে করণে ৩য়া হইতে পারে। ইহারই উত্তরে দীক্ষিত বলেন — 'গম্যমানাপি ক্রিয়া' ইত্যাদি। ক্রিয়াই কারক-বিভক্তির নিমিত্ত একথা সত্য, তবে সে ক্রিয়া বাক্যে উক্ত না হইয়া উহ্য হইলেও কারক-বিভক্তির কারণ হইতে পারে। উক্ত উদাহরণে ক্রিয়া 'সাক্ষাৎভাবে' উক্ত না হইলেও 'অলং' শব্দের মধ্যেই ক্রিয়া 'উহ্য' আছে। 'অলং' শব্দের অর্থ এখানে 'ন সাধ্যতে'। অতএব 'অলম্'-এর অন্তর্নিহিত 'সাধন' ক্রিয়ারই করণ হইল 'শ্রম', 'শ্রমেণ' এই পদে 'কারক-বিভক্তি' ৩য়ার কারণ হইল 'ন সাধ্যতে' এই ক্রিয়া। 'শতেন শতেন—' এই উদাহরণে 'পরিচ্ছিদ্য' এই উহ্য ক্রিয়ার 'করণ' হইল 'শত', অতএব 'শতেন' এই করণে ৩য়া সিদ্ধ।

অতিরিক্ত উদাহরণ ঃ—

অলমেতাবদ্ভিঃ **কুসুমৈঃ**। এই ফুলেই কার্য সম্পন্ন হইবে, কার্য সাধনে এই ফুলই সমর্থ।

'অলম্' শব্দের অর্থ এখানে '**সাধ্যতে**, অতএব 'কুসুম' এখানে উহ্য 'সাধন' ক্রিয়ারই 'করণ'।

'অলম্' শব্দের দুইটি অর্থ ঃ—(১) ন সাধ্যতে অর্থাৎ ব্যর্থ ও (২) সাধ্যতে অর্থাৎ সমর্থ। 'অলং শ্রমেণ' এই বাক্যে 'ব্যর্থতা' এবং 'অলমেতাবদ্ভিঃ কুসুমৈঃ' এই উদাহরণে 'অলম্'-এর সামর্থ্যার্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

'করণ'কারক প্রকরণে দীক্ষিতের এই উক্তি উক্ত হইলেও সমস্ত কারক-বিভক্তির ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য। অর্থাৎ, 'উহ্য' ক্রিয়াও যে-কোন কারক-বিভক্তির কারণ হইতে পারে, ইহাই সারার্থ।

• **দী। "অশিষ্টব্যবহারে দাণঃ প্রয়োগে চতুর্থ্যর্থে তৃতীয়া" (বার্তিক)**। দাস্যা সংযচ্ছতে কামুকঃ। ধর্ম্যে তু ভার্যায়ৈ সংযচ্ছতি।

• **অনুবাদ**। অভদ্রোচিত আচরণ বুঝাইলে 'দাণ্' অর্থাৎ ভ্বাদিগণীয় 'দা' ধাতুর প্রয়োগে 'চতুর্থ্যর্থে' অর্থাৎ 'সম্প্রদানে' চতুর্থীর স্থলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, দাস্যা ইত্যাদি। অর্থাৎ দাসীকে লম্পট দান করিতেছে। ধর্মসংগত আচরণ বুঝাইলে তৃতীয়া হয় না। যথা ভার্যায়ৈ সংযচ্ছতি। আপন পত্নীকে দান করিতেছে।

• আলোচনা। 'দা' ধাতুর দ্বিবিধ রূপ দৃষ্ট হয়, একটি 'ভ্বাদি'গণীয়, অন্যটি 'হ্বাদি'গণীয়। 'ভ্বাদি'গণীয় 'দা' ধাতুর রূপ— 'যচ্ছতি' (পরস্মৈপদী)। 'হ্বাদি'গণীয়ের রূপ— 'দদাতি-দত্তে' (উভয়পদী)। পাণিনীয় ব্যাকরণে ভ্বাদিগণীয় "দা" ধাতু 'দাণ্'ধাতুরূপে পঠিত হয়। 'দা' অথবা 'দাণ্' যাহাই হউক, তদ্‌যোগে সম্প্রদানে ৪র্থী হইয়া থাকে। কিন্তু অভদ্র আচরণ প্রকাশ পাইলে 'দাণ্' অর্থাৎ ভ্বাদিগণীয় 'দা' ধাতুর সম্প্রদানে ৪র্থী না হইয়া ৩য়া হয়, ইহাই আলোচ্য বার্তিক সূত্রের তাৎপর্য। যথা, দাস্যা সংযচ্ছতেকামুকঃ। লম্পট কর্তৃক দাসীকে যে-দান, তাহা অসদুদ্দেশ্যে দান, অতএব তাহা অশিষ্ট অশালীন আচরণেরই পরিচায়ক। এই আচরণ প্রকাশ পায় বলিয়া 'দাস্যৈ' ৪র্থী না হইয়া 'দাস্যা' ৩য়া হইয়াছে। বস্তুত ইহা **'সম্প্রদানে ৩য়া'**। সম্প্রদানে ৩য়া হইলে 'দাণশ্চ সা চেচ্চতুর্থ্যর্থে' (১।৩।৫৫) এই সূত্রানুসারে 'দাণ্' ধাতু আত্মনেপদী হয়। এইজন্যই উদাহরণে **'সংযচ্ছতে** হইয়াছে। ধর্মসংগত শিষ্টাচারসম্মত দান হইলে 'দাণ্' ধাতুর সম্প্রদানে ৪র্থীই হয়, তৃতীয়া হয় না এবং ধাতুটিও 'পরস্মৈপদী' থাকে। **যথা, ভার্যায়ৈ সংযচ্ছতি**। পতি কর্তৃক পত্নীকে যে দান, তাহা ধর্মসঙ্গত, অসদুদ্দেশ্যেপ্রণোদিত নয়, অতএব সম্প্রদানে ৩য়া হয় নাই। কিন্তু হ্বাদিগণীয় 'দা' ধাতুর ক্ষেত্রে, **ধর্ম্য বা অধর্ম্য** যে দানই হউক, সম্প্রদানে **৪র্থী-ই হইবে, '৩য়া' নহে**। যথা—

পত্ন্যৈ পতির্বস্ত্রং সংদদাতি। (ধর্ম্য)।

দাস্যৈ বস্ত্রং **সংদদাতি** কামুকঃ। (অধর্ম্য)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

আলোচ্য বার্তিক সূত্রটির যে বিষয় তদ্বিষয়ে পাণিনীয় কোন সূত্র না থাকিলেও, 'দাণশ্চ সা চেচ্চতুর্থ্যর্থে', এই আত্মনেপদবিধায়ক সূত্রটিই **'চতুর্থ্যর্থে তৃতীয়ার'** জ্ঞাপক। অতএব উক্ত তৃতীয়াকে সমর্থন করিতে হইলে এই সূত্রের 'জ্ঞাপকতার' সাহায্যেই তাহা করা যায়, এবং অনেকত্রই ব্যাখ্যাকারগণ যখন এইরূপ 'জ্ঞাপকতার' সাহায্য গ্রহণ করেন, তখন এক্ষেত্রেও অতিরিক্ত একটি 'বার্তিক' সূত্রের ঠিক প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন না। যেখানে কোন প্রকারেই পাণিনীয় সূত্রের সাহায্যে কোন প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না, সেখানেই **'বার্তিক' সূত্র অপরিহার্য**।